41

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 30 APR 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

দাউদকান্দিতে এসএসসি পরীক্ষায় মন্ত্রী তনয়ের কীর্তি ॥ পুলিশের সাথে সংঘর্ষ ॥ ২ ছাত্রদল নেতা গ্রেফতার

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

স্থানীয় একজন মন্ত্রীর ছেলেকে অবাধে নকল সরবরাহকে কেন্দ্র করে শনিবার দাউদকান্দি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে এক সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। মন্ত্রীর ছেলেকে নকল সরবরাহের দাবিতে স্থানীয় একটি ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র কর্মীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে জোরপূর্বক পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে চাইলে পুলিশের সঙ্গে এই সংঘর্ষ ঘটে। এতে পুলিশ, আনসার, স্কুল কমিটির নেতৃবৃন্দ ও পথচারীসহ মোট ২১ জন আহত হয়েছে। ঘটনার সাথে জড়িত ছাত্রদলের দু'নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মন্ত্রী তনয় খন্দকার মাহবুবুল হোসেনের খাতা পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে থেকে লিখে জমা দেয়াকে কেন্দ্র করে দাউদকান্দিতে গত দু'দিন ধরে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

দাউদকান্দিতে

(প্রথম পাতার পর)

দাউদকান্দি থেকে সংবাদদাতা জানান, স্থানীয় প্রভাবশালী একজন মন্ত্রীর ছেলের খাতা বাইরে থেকে লিখে এনে জমা দেয়ার ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে অভিভাবকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা গত বুধবার এ ঘটনার প্রতিবাদে কেন্দ্রের প্রধান শিক্ষকের কার্যালয় ঘেরাও করে। মন্ত্রী পুত্রের খাতা বাইরে থেকে সরবরাহের ঘটনায় সৃষ্ট উত্তেজনার প্রেক্ষিতে শনিবার দাউদকান্দি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

গতকাল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে হাসানপুর কলেজের ছাত্রদলের জিএস মতিনের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র যুবক জোর করে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে চাইলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। বহিরাগত অস্ত্রধারীদের ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনায় ৭ জন পুলিশ, ৫ জন আনসার, স্কুল কমিটির ২ জনসহ ৭ জন পথচারী আহত হয়। ঘটনার সংবাদ পেয়ে কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হোসনে আরা বেগমের নেতৃত্বে একদল দাঙ্গা পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে হামলাকারীরা কেটে পড়ে। এ ব্যাপারে জড়িত ছাত্রদল নেতা আবদুল মতিন ও খোকনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

এ ব্যাপারে ঢাকা থেকে শনিবার রাতে দাউদকান্দি থানা নির্বাহী অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে টিএনও সাইফুদ্দিন আহমদে মজুমদার পুলিশের সঙ্গে বহিরাগত মস্তানদের সংঘর্ষের ঘটনা স্বীকার করেন।

বিভিন্ন মহলের উদ্বেগ

সুপ্রীম কোর্টের ১১ জন আইনজীবী দাউদকান্দিতে মন্ত্রীর ছেলের খাতা বাইরে থেকে লিখে এনে জমা দেয়ার খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। শনিবার এক যুক্ত বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, উক্ত মন্ত্রী পেশায় শিক্ষক ছিলেন। পেশায় শিক্ষক হয়ে এ ধরনের কার্যকলাপ জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। তাঁরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন এ্যাডঃ কালাম, এ্যাডঃ রশিদ, এ্যাডঃ বাকের, এ্যাডঃ নাদের প্রমুখ।

বাংলাদেশ নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এ্যাডভোকেট আবদুল হাই স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভা থেকে বের করে দেয়ার দাবি জানানো হয়েছে।